পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী

২০১৮ জুলাই-সেপ্টেম্বর ● শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২৫

ভেতরের পাতায়

সকলে মিলে, সমৃদ্ধির পথে: শুভানুধ্যায়ীদের প্রীতি সম্মেলন	০২
পিকেএসএফ এবং JICA-এর মধ্যে R/D স্বাক্ষরিত	০২
দলিত সম্প্রদায়ের পাশে পিকেএসএফ	০২
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০৩
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	০৪
LIFT কর্মসূচি	০৫
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	০৬
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	০৭
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন	০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	০৮-০৯
খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত	১০
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১১
অভিযাত্রা প্রকল্পের কার্যক্রম	১১
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	১২
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্পের অগ্রগতি	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩-১৪
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
'ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম' প্রকল্পের সমাপনী	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

কর্মশালা: টেকসই উন্নয়নে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের বিকল্প নেই

গত ২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে 'গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' মঞ্চের আয়োজনে **এসডিজি ৪: গুণগত শিক্ষা** শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। কর্মশালায় সূচনা বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে চৌধূরী এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

গুণগত শিক্ষা সংক্রান্ত অভীষ্ট অর্জনে সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপ তুলে ধরে অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক স্বচ্ছ এবং শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে কোনো জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন থাকবে না বলেও তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।

সূচনা বক্তব্যে রাশেদা কে চৌধূরী সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন -- শিক্ষার মৌলিক মানবাধিকার, শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার মানের বৈষম্য হ্রাস, এবং শিক্ষাখাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষা খাতে অর্থায়ন বাংলাদেশেই সবচেয়ে কম, যা খুবই দুঃখজনক।

কর্মশালায় 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪: গুণগত শিক্ষা (সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি)' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মোস্তাফিজুর রহমান। নির্ধারিত আলোচক ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল হালিম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এবং ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান, অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, এসডিজি ৪ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক তালিকাভুক্তি শতভাগ। যেখানে ২০০৫ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৭ শতাংশ, সেটা ২০১৭ সালে ২০.১ শতাংশে নেমে এসেছে এবং তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঝরে পড়ার হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে বলে তিনি জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সবশেষ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, যা জাতীয় সংসদে পাশ হয়। এই নীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে কাঙ্ক্ষিত গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কর্মশালায় মুক্ত আলোচনা পর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ও শিক্ষকবৃন্দ গুণগত শিক্ষা বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সকলে মিলে, সমৃদ্ধির পথে: শুভানুধ্যায়ীদের প্রীতি সম্মেলন

''সকলে মিলে, সমৃদ্ধির পথে''-- এই বার্তা নিয়ে গত ৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে শুভানুধ্যায়ীদের জন্য প্রীতি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব ফজলে রাব্বি মিয়া, মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমানসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পিকেএসএফ-এর সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাসহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে উপস্থিত ছিলেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিচালিত বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করায় তিনি পিকেএসএফ চেয়ারম্যানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সবাইকে স্বাগত জানান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে একটি দারিদ্র্যমুক্ত মানবিক সমাজ গড়ে উঠবে। বিগত দিনগুলোর মতো আগামী দিনেও সকলের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। অনুষ্ঠানের শেষে ছিলো সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর সাংস্কৃতিক দলের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা।

পিকেএসএফ এবং JICA-এর মধ্যে R/D স্বাক্ষরিত

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (JICA)-এর মধ্যে The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction শীর্ষক প্রকল্পের দ্বিপাক্ষিক Record of Discussions (R/D) স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর উপস্থিতিতে এতে স্বাক্ষর করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং Mr. Yasuhiro Kawazoe, Senior Representative of JICA Bangladesh Office. প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের দরিদ্র পরিবারগুলোর বিভিন্ন ঝুঁকি হ্রাসকরণে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান এবং টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুঁকি হ্রাসকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দলিত সম্প্রদায়ের পাশে পিকেএসএফ

দিনাজপুর জেলার পলিপ্রয়াগপুর ইউনিয়নের মহিপুর ও দূর্গাপুর গ্রামে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করে; অনেকে গবাদি পশুর সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করে। খাবার পানির স্বল্পতা এক দুর্বিষহ সমস্যা। তাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও শিক্ষার সুযোগ নেই। পিকেএসএফ সভাপতির নির্দেশে প্রোগ্রাম সাপোর্ট ফান্ড থেকে এদের সাহায্য করা হচ্ছে।

প্রোগ্রাম সাপোর্ট ফান্ড-এর আওতায় সম্প্রতি পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৭টি দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারকে গোয়ালঘর ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দিয়েছে। পানির সংকট মোকাবেলায় দুই গ্রামে নাতি-গভীর নলকূপ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে। ১০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে অবস্থানের খরচও প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে **দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০১টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১২.৪৭ লক্ষ খানায় ৫৬.৯২ লক্ষ জনকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিসহ ২৯টি বিভিন্ন ধরনের সেবা দেয়া হচ্ছে।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা: কার্যক্রমের আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে উঠান বৈঠক, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য-ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট তিন লাখ দুই হাজার জনকে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে বিনামূল্যে ৪৮৭ জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি: ২০১টি ইউনিয়নে মোট ১,২৭১টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১,৭৮৮টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৪৯টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সোলার কার্যক্রম: কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের সুরক্ষা ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার বিস্তৃত করতে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ৭৬টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৫৫টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষা: চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,৪০০টি শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রে মোট ১,৬৫,০১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিত শিক্ষা সহায়ক পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে ১৮,৯২০টি সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ৫১ জন উদ্যমী সদস্য হিসেবে পুনর্বাসিত হয়েছেন।

প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রম: 'উন্নয়নে যুবসমাজ' কার্যক্রমের আওতায় বিগত ত্রৈমাসিকে ১৫৩টি ব্যাচে মোট ৪,৫৯০ জন যুব সদস্যকে 'যুব সমাজের আত্মউপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, আয়বৃদ্ধিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ শেষে ১২ জন বেকার যুবকের চাকুরি হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম: এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিদরিদ্র, মহিলা-প্রধান ও প্রতিবন্ধী সদস্যের পরিবারসমূহে জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ অনুদান এবং বিবিধ ধরনের ঋণ প্রদান করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়। কার্যক্রমের আওতায় জুলাই ও আগস্ট মাসে ১১০ জন সদস্য ৮৭,০০০/-টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন।

কর্মসূচি মূল্যায়ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির নিরপেক্ষ মূল্যায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক প্রফেসর মার্টিন গ্রিলি (Martin Greely)-এর নেতৃত্বে 'Pathway to Sustainable Development and Human Dignity and Choice' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করছে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স-এর ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (আইডিএস)।

এই গবেষণায় প্রফেসর গ্রিলির সহযোগী গবেষক হিসেবে যুক্ত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আসিফ মোহাম্মদ সাহান।

এই বছর জুলাই মাসে ভ্রমণের প্রথম পর্বে গবেষক দল চুয়াডাঙ্গা ও যশোর জেলায় সহযোগী সংস্থা **ওয়েভ ফাউন্ডেশন, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন** ও **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** এবং সিলেট ও মৌলভীবাজারে **হীড বাংলাদেশ** পরিদর্শন করেন।

ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে আগস্ট মাসে ভোলা জেলায় **পরিবার উন্নয়ন সংস্থা**, চট্টগ্রামে **ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন** এবং সাতক্ষীরা জেলায় **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন**-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাত উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে দু'টি নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প সহ এই পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫২টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন: চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলার সম্ভাবনাময় ইকো-ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)** উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

কারিগরি প্রযুক্তি স্থানান্তর: উদ্যোক্তা পর্যায়ে কাঁকড়া হ্যাচারী পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি স্থানান্তরের লক্ষ্যে একটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাবনাময় কাঁকড়া চাষ উপ-খাতের উন্নয়নে এ ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া: PACE প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 'Rural Enterprise Transformation Project' শিরোনামে প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে ইফাদের Concept Note Mission বিগত ২-১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়কালে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এ সময় প্রতিনিধিগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পিকেএসএফ এবং বিভিন্ন বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের।

বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মিশনের সমাপনী সভায় প্রকল্পের ধারণাপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় পিকেএসএফ হতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ এবং মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

পলিসি পেপার প্রণয়ন: ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে অকৃষিজ ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে পরিবেশগত বাধা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে সুপারিশ করে একটি পলিসি পেপার প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ পরামর্শক জনাব আবদুর রব এই পলিসি পেপার প্রণয়ন করেন এবং বিগত ৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে এর ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

ব্যবসাগুচ্ছ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজ ব্যবসা সম্প্রসারণে বিরাজিত নীতি কাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসন কল্পে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে একটি পলিসি পেপার প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ পরামর্শক অধ্যাপক মোঃ রইস উদ্দীন মিয়া এ পলিসি পেপার প্রণয়ন করেন।

বিশেষ মেনটরিং কার্যক্রম: সহযোগী সংস্থাসমূহের নারী কর্মকর্তাদের পেশাগত উন্নয়ন ও বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ মেনটরিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাচিত ৮ জন নারী কর্মকর্তাকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৩০ জুলাই নির্বাচিত নারী কর্মকর্তাদের সাথে তাদের কাজের পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৮ উদ্‌যাপন: দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নত পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি উপ-প্রকল্পের সদস্যরা বিগত ১৮-২৪ জুলাই দেশব্যাপী মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

LIFT কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০০৬ সাল থেকে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচি থেকে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬১টি সহযোগী সংস্থা ও ১৮টি বহিঃসংস্থা বা ব্যক্তি উদ্যোক্তার মাধ্যমে ৬৪টি সৃজনশীল উদ্যোগ ৪৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কুচিয়ার প্রণোদিত প্রজনন কার্যক্রম

LIFT কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৭টি জেলায় আধুনিক পদ্ধতিতে কুচিয়া চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ২৬ আগস্ট মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** কর্তৃক স্থাপিত কুচিয়ার কেন্দ্রীয় ব্রিডিং খামারে প্রণোদিত প্রজনন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এ সময় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হাবড়া ইউনিয়নে বিগত এপ্রিল মাসে সহযোগী সংস্থা **গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)** কর্তৃক স্থাপিত কুচিয়ার ব্রিডিং খামারে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অন্তত ৬ হাজার কুচিয়ার পোনা উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৯ সালের জুন মাস নাগাদ আরও ৫০ হাজার পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খামারটি পরিচালিত হচ্ছে।

আরসিসি গরুর প্রদর্শনী ও প্রজনন খামার উদ্বোধন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গাভী পালন একটি স্বীকৃত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড। দুধ ও মাংস উৎপাদন বিবেচনায় এবং বছরান্তে বাছুর প্রসব সক্ষমতার কারণে 'রেড চিটাগাং ক্যাটল' (আরসিসি) জাতের গরু ব্যাপকভাবে পরিচিত। বিগত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **মমতা** কর্তৃক স্থাপিত আরসিসি গরুর প্রদর্শনী ও ব্রিডিং খামার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

DFID Bangladesh প্রধানের পিকেএসএফ সফর

যুক্তরাজ্যভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগী DFID Bangladesh-এর বিদায়ী প্রধান জনাব Jane Edmondson বিগত ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ কার্যালয়ে চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এতে DFID Bangladesh-এর বর্তমান প্রধান জনাব Jim McAlpine, অ্যাক্টিং টিম লিডার অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যাডভাইজার Dr. Simone Field, লাইভলিহুড অ্যাডভাইজার জনাব এবিএম ফিরোজ আহমেদ এ সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ

আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ পরে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রস্তাবিত 'Pathways to Prosperity for Extremely Poor People in Bangladesh' (PPEPP) প্রকল্পের অভীষ্ট নিয়ে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেশের অতিদরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য DFID দলকে ধন্যবাদ জানান।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ৫-১৬ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ ভবনে প্রস্তাবিত PPEPP প্রকল্পের Due Diligence Assessment সম্পাদিত হয়। মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সহযোগী DFID Bangladesh ও European Union-এর প্রতিনিধি দল ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা **উন্নয়ন প্রচেষ্টা, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন, উন্নয়ন** ও **ওয়েভ ফাউন্ডেশন** সফর করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা ও ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

টার্কি হ্যাচারি ইউনিট পরিদর্শন

কর্মসূচির আওতায় ১২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১০টি জেলায় টার্কি পালন প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৪ জুলাই মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় **হীড বাংলাদেশ** কর্তৃক স্থাপিত টার্কি খামারের হ্যাচারি ইউনিট পরিদর্শন করেন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো ড. মার্টিন গ্রিলি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আসিফ মোহাম্মদ সাহান। এ সময় তাঁরা টার্কি হ্যাচারির ইনকিউবেটরের মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় ও ঐতিহ্যবাহী হিলি চিকেন ও রেড জাংগল প্রজাতির মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও, LIFT কর্মসূচির আওতায় জুলাই–সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা পর্যায়ে মোট ১৮টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৯টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, ৭টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে অংশ নিয়েছে অন্তত ২৭৫ জন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ২৩৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে।

কমিটি গঠন ও মাসিক সভা

১০০টি ইউনিয়নে প্রবীণদেরকে নিয়ে ১৮০০টি গ্রাম কমিটি, ৯০০টি ওয়ার্ড কমিটি এবং ১০০টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি মাসে প্রবীণ কমিটিসমূহের নির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভায় প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণ-পোষণ, বয়স্ক ভাতা, বিশেষ সহায়তা ও মৃতের সৎকার বাবদ সহায়তা

জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ৪৭টি ইউনিয়নের ৪৭ জন অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সময়কালে ৭৫ লক্ষ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান ও বিশেষ সহায়তা হিসেবে ৩৭৬টি ছাতা, ৫৫০টি ওয়াকিং স্টিক, ২২৫টি কমোড চেয়ার, ৯০৮টি কম্বল ও ৬১৯টি চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

নিঃস্ব প্রবীণগণের মৃত্যুর পর সৎকারের জন্য তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা প্রদান বাবদ এই প্রান্তিকে ৫.৫৬ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে।

সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন

বিগত ত্রৈমাসিকে ১৮টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫৩টি ইউনিয়নে সামাজিক কেন্দ্রের জমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াধীন।

প্রবীণ কমিটির প্রশিক্ষণ

বিগত ত্রৈমাসিকে কর্মসূচির আওতায় গঠিত ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ের কমিটিগুলোকে কর্মসূচি বিষয়ে ধারণা প্রদান, কমিটিগুলোর দায়-দায়িত্ব, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোয় স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড, নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সম্মাননা

বিভিন্ন ইতিবাচক অবদানের জন্য জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়কালে ৩১৭ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা এবং পিতা-মাতা ও বয়স্কদের কল্যাণে কাজ করছে এরূপ ১৫০ জন তরুণকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

ডিমেনশিয়া বিষয়ক সচেতনতা সভা

ডিমেনশিয়া বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে বিগত ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ। আলঝাইমার সোসাইটির মহাসচিব জনাব মোঃ আজিজুল হক, ডিমেনশিয়া ও আলঝাইমার রোগের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

জাতীয় প্রবীণ মঞ্চ বাংলাদেশ-এর সভা

বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে প্রবীণ মঞ্চ বাংলাদেশ-এর সাধারণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মঞ্চের ভাইস চেয়ারম্যান এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। প্রবীণ মঞ্চ বাংলাদেশ গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন মঞ্চের সমন্বয়ক ও পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। সভায় মঞ্চের গঠনতন্ত্রের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে কর্মশালা

বিগত ১২ আগস্ট ২০১৮ পিকেএসএফ মিলনায়তনে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন ১৩৪টি ইউনিয়নে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম অফিসার এবং সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসনসহ ৯৮টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৬০ কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় মাঠ পর্যায়ে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ক সহায়িকা উপস্থাপনা এবং আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব এ.এইচ.এম. আব্দুল কাইয়ুম।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চাকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু, কিশোর ও তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ ২০১৬ সালের মার্চ মাস হতে ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার প্রতিরোধ করে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন সহজতর হবে।

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম

- জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময়কালে সারাদেশে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও বিষয়ভিত্তিক ২০০টি সাংস্কৃতিক এবং প্রায় ২৫০টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সহযোগী সংস্থা **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা** বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রামে ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করে।
- বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী**-র উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার ঢেমুরশিয়া জিন্নত আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গণিত ক্যুইজ, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, প্রবন্ধ/রচনা ও দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সহযোগী সংস্থা **আরআরএফ** বিগত ১২-১৪ আগস্ট ২০১৮ যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় ৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। স্কুলভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় তিনটি স্কুলের মোট ৪৩২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫-এর আলোকে ড. একেএম নুরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করেছে। টিমের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা সৃষ্টি/সংগ্রহ করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও পিকেএসএফ কর্তৃক উদ্ভাবনী ধারণা বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এবং a2i প্রকল্পের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পসমূহের যথাযথ তথ্যায়ন, রেকর্ড সংরক্ষণ, শোকেসিং ও ইনোভেশন লার্নিং জার্নি পর্যালোচনার লক্ষ্যে বিগত ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে দুই দিনব্যাপী ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড ডেসিমিনেশন অফ ইনোভেশন বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ হতে স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার ও রিয়েল টাইম অনলাইন ট্রেনিং বিষয়ক দুটি ধারণা ও অগ্রগতি উপস্থাপনাও শোকেসিং করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত পিকেএসএফ-এর উভয় ধারণা ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপক জনাব আবু হায়াৎ মোঃ রাহাত হোসেন ও জনাব আহমেদ মাহমুদুর রহমান, এলআইসিএইচএসপি প্রকল্পের এপিসি (পরিবেশ) জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান ও ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের এপিসি (এমআইএস) জনাব খন্দকার মুনির হাসান।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বিগত ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস) হতে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

  এ সময় তিনি বিজিএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (ভিটিসি)-এর প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবুল কাশেম।

  অনুষ্ঠানে বিভিন্ন চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র, ৫ জনকে তিন লক্ষ টাকার চেক ও ৫৬ জনকে বিভিন্ন চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়।

তিনি বিগত ২৪–২৬ আগস্ট মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ৩০–৩১ জুলাই ২০১৮ পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম কুষ্টিয়া জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **আরআরএফ** ও **দিশা** পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি LIFT কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত প্রজনন খামার উদ্বোধন এবং তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি শীর্ষক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

  তিনি **দিশা** আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ২০১৮-তে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

  তিনি বিগত ১১–১২ অগাস্ট ২০১৮ চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় **ইপসা**, **আইডিএফ**, **মমতা** আয়োজিত কিশোর-কিশোরী সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে **ঘাসফুল** আয়োজিত শিক্ষাবৃত্তির চেক হস্তান্তর, প্রবীণ পরিপোষক ভাতা ও প্রবীণ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এ এইচ এম আবদুল কাইয়ুম এবং জনাব গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ০৫–০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা মিলনায়তনে সহযোগী সংস্থা **মমতা** আয়োজিত প্রবীণদের পরিপোষক ভাতা ও সহায়তা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান ও পটিয়ায় মমতা ডেইরী ফার্মের উদ্বোধন এবং আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি চন্দনাইশের বরফকলে সংস্থার Red Chittagong Cattle খামার ও কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী খামারের ফলক উন্মোচন ও কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

তিনি চট্টগ্রামস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর ভাইস-চ্যান্সেলরের সাথে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এএইচএম আবদুল কাইয়ুম তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

- ফাউণ্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদ বিগত ১৫–১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত **অভিযাত্রা** প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি মেহেরপুর ও খুলনা জেলার ৬টি ইউনিয়নের ৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

- বিগত ২৯ আগস্ট ২০১৮ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার শশরা ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ইউনিয়ন প্রবীণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি প্রবীণ কমিটির সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সভায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, জমি-দাতাসহ প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ফাউণ্ডেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব সুমন চৌধুরী তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ৩-৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক প্রফেসর মার্টিন গ্রিলির সাথে সাতক্ষীরা জেলাধীন সহযোগী সংস্থা **নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)**-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। গবেষক দল **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে শ্যামনগর উপজেলাধীন আটুলিয়া ইউনিয়নে **এনজিএফ** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **সমৃদ্ধি** কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- বিগত ১৭-১৯ আগস্ট ২০১৮ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ ভোলা জেলা সফর করেন। এ সময় তিনি **গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা** কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কুয়েত গুডউইল ফান্ড (কেজিএফ)-এর বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ভাসমান পদ্ধতিতে খাঁচায় মাছ চাষ, দেশি মুরগীর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, গাভী পালন প্রদর্শনী, বাড়িতে মহিষ পালন, টার্কি পালন, সূর্যমুখী চাষ, কৃষি যন্ত্রপাতি পরিদর্শন, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

জনাব গোলাম তৌহিদ বিগত ৩–৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি** স্থাপিত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কেন্দ্রীয় প্রজনন খামার পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনসমূহে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী তার সফরসঙ্গী ছিলেন।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত

পিকেএসএফ ২০১৩ সাল হতে দেশের ৪টি বিভাগের ২৮টি জেলায় বসবাসরত অতিদরিদ্রদের দরিদ্রতা ও ক্ষুধা নিরসনের লক্ষ্যে ৩৮টি সংস্থার মাধ্যমে 'খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত' শীর্ষক প্রকল্পের ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়ন করছে। দরিদ্রতার বহুমুখীতাকে বিবেচনা করে প্রকল্পটি মানব জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে লক্ষ্যভুক্ত করেছে। যথা: উন্নত জীবিকা ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি নিরাপত্তার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও দৈহিক সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটি ইভেন্টে নিবিড় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।

কাঙ্ক্ষিত অভিঘাত অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প হতে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের এই কার্যক্রমসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৩,২৫,০০০ জন অতিদরিদ্র ও নারী খানাপ্রধানকে সংগঠিত করে ১,০০,৪১১ জনকে কৃষিজ ও ১৪৯৭১ জনকে অ-কৃষিজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, ১০০০ জন যুবক-যুবতীকে ৩ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৮৯৩টি উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাব এবং ১৩৩৫টি উজ্জীবিত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

২০১৭ সালে প্রকল্পটির মধ্যবর্তী মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত জনসংখ্যার তুলনায় প্রকল্পের সদস্যদের মধ্যে অধিক অভিঘাত লক্ষ করা গেছে। প্রকল্পের সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট অভিঘাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিঘাতসমূহ নিম্নরূপ:

বাৎসরিক পারিবারিক আয়

প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত জনসংখ্যার তুলনায় প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের পারিবারিক আয় ৩৯৬২/-টাকা বেশি, যা পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য (t=১৩.৬৫)। এই আয় বৃদ্ধির পেছনে প্রকল্প থেকে প্রদেয় বিভিন্ন পরিষেবা যেমন: দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, অকৃষিজ কর্মকাণ্ড ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

খাদ্য গ্রহণে মাথাপিছু ব্যয়

প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত জনসংখ্যার তুলনায় প্রকল্পভুক্ত পরিবারের খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মাথাপিছু মাসিক ২১৭/-টাকা বেশি ব্যয় করে, যা পরিসংখ্যানগতভাবে খুব উল্লেখযোগ্য (t=৭.৬১)। প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের অধিক আয় এই পার্থক্যের মূল কারণ।

মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ

প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত জনসংখ্যার চেয়ে প্রকল্পভুক্ত পরিবারের সদস্যরা দৈনিক ৩৯ গ্রাম বেশি খাদ্য গ্রহণ করে, যা পরিসংখানগতভাবে খুবই উল্লেখযোগ্য (t=৩.১৪)।

গৃহসম্পদ

পারিবারিক গৃহসম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত সদস্য এবং প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত জনসংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধা বহির্ভূত জনসংখ্যার তুলনায় প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের ৩২,৬৬০/-টাকার সম্পদ বেশি রয়েছে। যা পরিসংখ্যানগতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ (t=৮.৫৬)।

'আলোর কারখানা' কমিউনিটি লাইব্রেরীর যাত্রা

উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা স্বপ্রণোদিত হয়ে উজ্জীবিত কমিউনিটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছে। লাইব্রেরীসমূহের নামকরণ করা হয়েছে আলোর কারখানা। কিন্তু যে কোন বয়সের ব্যক্তি এই কমিউনিটি লাইব্রেরীর সদস্য হতে পারে। লাইব্রেরীর মূল উদ্দেশ্য তিনটি-- কিশোর-কিশোরী বয়স হতে বই পড়ার প্রবণতা গড়ে তোলা; পরস্পরের সাথে বই লেনদেনের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি গঠনে সহায়তা করা; জ্ঞানভিত্তিক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৮টি উজ্জীবিত কমিউনিটি লাইব্রেরী গঠিত হয়েছে।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ ২০১৫ সাল হতে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি ১৯টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৫১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করছে।

মতবিনিময় সভা: বিগত ১৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ১ম ধাপের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ২য় ধাপের কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ১৫টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন: প্রকল্পের ১ম ধাপের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার ১০,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে ১০,০১১ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়েছে। মোট ১৩টি ট্রেডে ৮৩৯৮ জন পুরুষ এবং ১৬১৩ জন নারীকে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। বিগত ত্রৈমাসিকে প্রকল্পের ২য় ধাপের আওতায় ২৬টি ব্যাচে মোট ৬৫১ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণে মোট ৫৭৮ জন পুরুষ এবং ৭৩ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকুরি প্রদান: সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৮২৬৯ জন পুরুষ এবং ১৫৮৮ জন নারীসহ মোট ৯৮৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করা হয়েছে। সনদপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে ৭৪৪৫ জনের চাকুরিতে সংস্থান করা হয়েছে যা মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের ৭৫%।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা: প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেডের আওতায় ১৬১ জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

যে দেশে কর্মসংস্থান হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, কুয়েত, ভারত, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ইত্যাদি।

অভিযাত্রা প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ হল, পিছিয়েপড়া শিশুদের জন্য বৈকালিক শিক্ষা কার্যক্রম। বৈকালিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পিকেএসএফ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর মাধ্যমে অভিযাত্রা নামে একটি পরিপূরক পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিগত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বিগত ১ মে ২০১৮ থেকে দেশের ৩২০টি বিদ্যালয়ের এক লাখেরও বেশি শিশুদের নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে অভিযাত্রা প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এর ফলে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নসহ শিখন পরিবেশেরও উন্নতি ঘটবে।

বিগত ২৫ ও ২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে অভিযাত্রা প্রকল্পের দ্বিতীয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ, বেইজলাইন জরিপ, আর্থিক বিষয়াদি, বিদ্যালয়ভিত্তিক কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, অভিযাত্রা প্রকল্পের মাধ্যমে একটি মডেল তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটি **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সকল কর্মএলাকায় পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে দেয়া হবে। মডেল সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত শিক্ষার সর্বস্তরে দেশপ্রেম, সততা, মূল্যবোধ ও কায়িক কাজের প্রতি সম্মান বাড়াতে হবে। শিখন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উভয়ের ওপর জোর দিতে হতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অভিযাত্রা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ও শিখন দক্ষতা বাড়বে এবং মূল্যবোধ, স্যানিটেশন, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলোও উন্নত হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, প্রকল্পের আওতায় গঠিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত করার জন্য কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি মডেল উন্নয়ন করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

প্রকল্প প্রস্তাবনায় এনডিএ-এর অনাপত্তি

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এনডিএ-এর উপদেষ্টা পর্ষদের সভায় Climate Resilient Settlement and Improved Water Management in Flash Flood Prone Haor Areas of Bangladesh শিরোনামে প্রকল্প প্রস্তাবনাটি অনাপত্তি গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংযোজনপূর্বক পুনরায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এ প্রেরণ করা হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) প্রকল্প প্রস্তাবনাটি উপস্থাপন করেন। প্রকল্পটি মূলত হাওর অঞ্চলের ৪টি জেলার ১৯টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

বায়ো-স্লারি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে **বায়ো-স্লারি ব্যবস্থাপনা** শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পিকেএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, গবাদি পশুর বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

সূচনা বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, বর্তমানে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে কিছু গোবর ব্যবহার হয়। ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি গোবর দিয়ে জৈব সার উৎপাদনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

অন্যান্য কর্মশালায় অংশগ্রহণ

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত Dhaka Integrity Dialogue-3: Equity and Transparency in Green Climate Fund শীর্ষক দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

এর ধারাবাহিকতায়, উক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে Improve Access on Green Climate Fund: Role of National Implementing Entities শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সঞ্চালক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্পের অগ্রগতি

দেশের ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে পরিবেশসম্মত উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, এদের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পিকেএসএফ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিগত ০২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন অর্থ বিভাগে এসইপি প্রকল্পের Subsidiary Loan and Grant Agreement (SLGA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী, উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদসহ অর্থ বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্যাংক বিগত ০৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ থেকে প্রকল্পটিকে কার্যকরী ঘোষণা করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য বিগত ০৩-১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের Supervision Mission অনুষ্ঠিত হয়। মিশনে প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহ সহযোগী সংস্থার নিকট থেকে অনলাইনের মাধ্যমে দাখিল করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম)-এর সভাপতিত্বে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সাথে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা থেকে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ৯টি পৃথক মডিউলের ওপর ১৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচসমূহে সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ৩৩৬ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। প্রশিক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (এনজিও ও এমএফআই)	৫	২২	৪১	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা ব্যবস্থাপক)	৪	৪২	৭৪	আইএনএম
ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	৪	৪৪	৭৩	আইএনএম
সফ্টওয়্যার-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও তদারকি	৪	২২	৪২	আইএনএম
প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	৫	২২	২৪	আইএনএম
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫	১৫	২২	পিকেএসএফ
ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	৫	১৪	২০	পিকেএসএফ
ভ্যাট ও ট্যাক্স	৫	১১	১৯	পিকেএসএফ
ব্যবসা খাতের নীতিমালা বিশ্লেষণ ও অ্যাডভোকেসি	৫	১৩	২১	পিকেএসএফ

E-Learning: সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাগণ সুবিধামতো সময়ে যেন প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য বিগত ত্রৈমাসিকে পিকেএসএফ BacBon Ltd-এর মাধ্যমে Education Software and e-Learning Contents বিষয়ে হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউলের ওপর এ্যানিমেশন ভিডিও নির্মাণ করেছে। এটি পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল-এর প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্লেলিস্ট হিসেবে আপলোড করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ: পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ভ্যাট ও ট্যাক্স, ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা, সফ্টওয়্যার-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও তদারকি, একাউন্ট্স ফর নন-একাউন্ট্যান্ট্স ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৫টি নতুন মডিউলের ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইন্টার্ণ কার্যক্রম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Industrial & Organizational Psychology বিভাগের একজন ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থী ইন্টার্ণ হিসেবে পিকেএসএফ-এ কর্মরত আছেন।

সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বিগত ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০ জন 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী' এবং ২০ জন 'সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা'কে দুই দিনব্যাপী 'সামাজিক উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর জনবল শাখার আয়োজনে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে ১০টি ব্যাচে ফাউণ্ডেশনের মোট ১০০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের বিষয়	সময়কাল ও ভেন্যু
Human Resource Management Competencies (HRMC)	৬ জুলাই–১১ আগস্ট ২০১৮ ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Training on "Provide an idea about use of the website of e-GP & CPTU"	৯-২২ জুলাই, ২০১৮, পিকেএসএফ
Training of Trainers	১৪-২৬ জুলাই, ২০১৮, এসএআইসি ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি
Project Appraisal, EIA and Formulation of DPP	১৫ জুলাই - ২আগস্ট, ২০১৮ জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি
Training on "Customs & VAT Management"	২৪-২৮ জুলাই, ২০১৮, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ
Training on "Leadership and Change Management (LCM)"	২৭-২৮ জুলাই, ২০১৮ ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Training on "Tax Management"	২৯ জুলাই–১আগস্ট, ২০১৮, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ
Training on "Public Financial Management"	৫-৯ আগস্ট, ২০১৮ জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি
Training on "Leadership and Change Management (LCM)"	১০-১১ আগস্ট, ২০১৮ ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
Training on "Advanced Microsoft Excel"	২৮ আগস্ট–১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি

বিদেশে প্রশিক্ষণ

জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এর ১৭ জন কর্মকর্তা বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

- সেন্টার ফর এডুকেশন এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিইসিডি) কর্তৃক ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে আয়োজিত Training Program on Sanitation শীর্ষক প্রশিক্ষণে বিগত ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর নেতৃত্বে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আবদুল মতিন, জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, জনাব মোঃ মেছবাহুর রহমান এবং ব্যবস্থাপক জনাব মাহবুব হেলাল জিলানী অংশগ্রহণ করেন।

- জনাব এ কে এম ফয়জুল হক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক এবং জনাব কাজী ফারজানা শারমিন, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী, SEIP প্রকল্প বিগত ১৫-২৮ জুলাই ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-এডুকেশন সার্ভিসেস কর্তৃক সিঙ্গাপুরে আয়োজিত Training on Overseas Pedagogy Training for Bangladeshi TVET Trainers (2nd Phase) শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- বিগত ১৬-২৭ জুলাই জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, সহকারী মহাব্যবস্থাপক নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Master Card Scholarship under the

Boulder Institute of Microfinance-এর আয়োজনে Training on 2018 Rural and Agricultural Finance Program (RAFP) শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বিগত ১৭-২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও কোরিয়া গ্রিন গ্রোথ ট্রাস্ট আয়োজিত Workshop on 'Environment Knowledge Exchange visit (Air/Water/SWM/Marine Litter)' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
- সিইসিডি আয়োজিত উল্লিখিত দেশে বিগত ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জামান খন্দকার ও জনাব মির্জা মোহাঃ নাজমুল হক অংশগ্রহণ করেন।
- ফাউণ্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আশরাফুল হক এবং জনাব মোঃ শরফুল ইসলাম বিগত জুলাই ৩০-০৩ আগস্ট তারিখে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত HELVETAS Swiss Inter Co-operation, ভিয়েতনাম ও Value Chain Capacity Building Network Project কর্তৃক আয়োজিত ToT Course on 'Market Systems Analysis and Intervention Design' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

২০১৬ সাল থেকে পিকেএসএফ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা (এলআইসিএইচএস) প্রকল্প নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে বাস্তবায়ন করছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫টি সহযোগী সংস্থাকে এ পর্যন্ত ১৭.৮ কোটি টাকা ঋণ ও ৬৭.২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ ৫১৩ জন সদস্যকে গৃহ নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণে ঋণ বাবদ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৪.৫২৬ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করেছে। বিগত ত্রৈমাসিকে মাঠ পর্যায়ে শত ভাগ ঋণ আদায় হয়েছে।

বিগত ১৬-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন সম্পন্ন করেছে। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, প্রকল্পের লক্ষ্য অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুণগত মান ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত এইড-মিমইরে পিকেএসএফ-এর বাস্তবায়িত এলআইসিএইচএসপি'র অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে অবহিত করা হয়। বর্তমান ৫টি জেলার মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিনিধিদল অতিরিক্ত ৮টি জেলায় উক্ত প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য তাদের প্রারম্ভিক সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩২৯৩২.১০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩১০৪৮২.১২ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৯ ভাগ। নিচে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	২১৯৯০.৫০	৩২০৫.০৬
জাগরণ	১২৪৪৬৫.২৯	১৯৮৪৭.০৬
অগ্রসর	৫৩৫৪৮.২০	১৪৬৫৯.২৮
সাহস	১০১১.২০	৩০০.০০
সুফলন	৭৯৬২৩.৪০	৫৩৩১.১০
কেজিএফ	৭০৩২.৫০	৮৭৬.০০
সমৃদ্ধি	৪৩৯২.৭৩	২৬৪৫.৪১
এসডিএল	৩১০.০০	২৫৯.৫০
লিফ্‌ট	১১৯৪.২১	৫২৯.৭০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	২৯৬৪৯৮.৭৪	৪৭৬৬৬.৮৩
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১৫১.০০	১৪৮.০৯
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৭০১.৩২	২৬.০০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	১৩৯৮৩.৩৭	৩৭১.৩০
সর্বমোট	**৩১০৪৮২.১২**	**৪৮০৩৮.১৩**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (জুলাই ২০১৬–জুন ২০১৭) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (জুলাই ২০১৭–জুন ২০১৮) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৯৫৪০.৫০	১০৩৯৮.৭০
অগ্রসর	৭৫১৫.৪০	৮০৮৭.০০
বুনিয়াদ	২২৩৯.৫০	২২৩৭.০০
সুফলন	৮৮৫৮.২০	৮৪৪৩.০০
সাহস	২১৯.০০	১০২.০০
স্যানিটেশন	১৮০.০০	১৩০.০০
কেজিএফ	১৩৮০.০০	১৩৫২.৫০
লিফ্‌ট	১১৮.০৪	৩৪২.১০
সমৃদ্ধি	১০৩৩.৭৬	১৭১০.৮০
এসএল–এমই	০.০০	১০.০০
এলআইসিএইচএসপি	৩২.০০	১১৯.০০
মোট	**৩১১১৬.৪০**	**৩২৯৩২.১০**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৭ – ১৮ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৪৪৭.৯৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৩০৬১.০৮ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৭। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৫০.৫৭ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১০.৩৮ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯২.০১ জনই মহিলা।

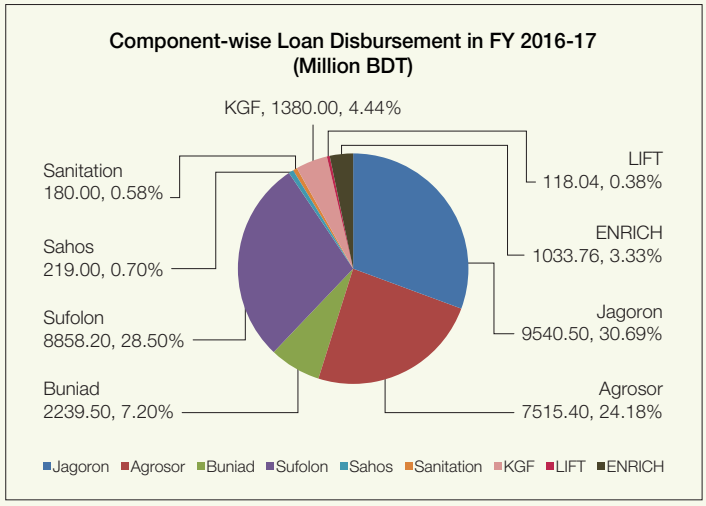

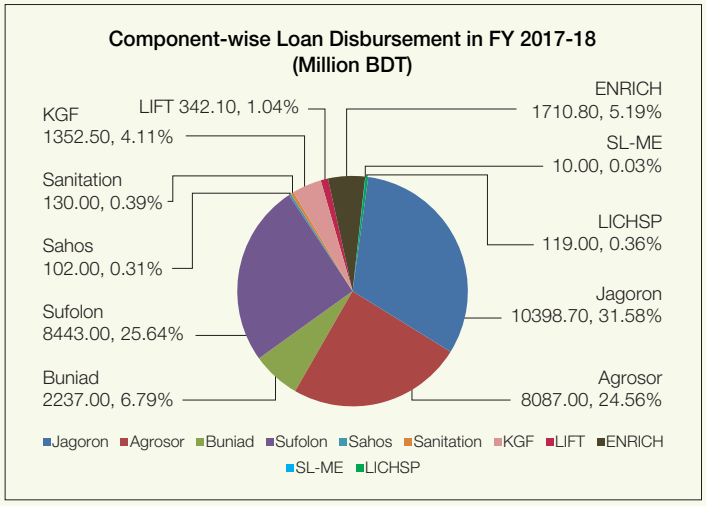

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : **জনাব মোঃ আবদুল করিম**
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : **অধ্যাপক শফি আহমেদ**

সদস্য : **সুহাস শংকর চৌধুরী**
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

‘ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম’ প্রকল্পের সমাপনী

টেকসই উন্নয়নে সবার জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিতের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত **ওবিএ (আউটপুট বেজড এইড) স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম** শীর্ষক দিশারী প্রকল্পটি সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ মিলনায়তনে এক সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংকের প্রোগ্রাম লিডার জনাব সঞ্জয় শ্রীবাস্তব।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের।

জনাব কাজী শফিকুল আযম বলেন, এই প্রকল্পের সফলতার মাধ্যমে বোঝা যায়, পিকেএসএফ কর্তৃক এ ধরনের প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধি সম্ভব। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব।

সভাপতির বক্তব্যে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, টেকসই উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য, যার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন অত্যন্ত জরুরি। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬-এর অন্যতম লক্ষ্য এটি। পিকেএসএফ ও এর ২১টি সহযোগী সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্পের সফল সমাপ্তি হয়েছে। আশা করি আগামীতে আমরা আরও বড় পরিসরে এমন প্রকল্প গ্রহণ করবো।

সদ্য সমাপ্ত এই প্রকল্পকে একটি যুগান্তকারী প্রকল্প হিসেবে আখ্যায়িত করে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এদেশের মানুষ ঋণ নিয়ে টয়লেট স্থাপন করবে এবং সে ঋণ তারা ফেরত দেবে, এই বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। তবে, পিকেএসএফ অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে সফলভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। নিরাপদ স্যানিটেশনকে আগামীতে সবার অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর বলে জানান তিনি।

প্রতিকূল আবহাওয়া, অভ্যাস পরিবর্তনে মানুষের প্রাথমিক অনীহা ইত্যাদি বাধা অতিক্রম করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বিশ্বব্যাংকের প্রোগ্রাম লিডার জনাব সঞ্জয় শ্রীবাস্তব। তিনি বলেন, স্যানিটেশন খাতে বাংলাদেশের এই সাফল্যের উদাহরণ বিশ্বব্যাংক পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

জনাব ফজলুল কাদের বলেন, এটি একটি চাহিদা তাড়িত প্রকল্প, যার মাধ্যমে মোট ১৬৮.২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে ১,৭০,৬৭৯টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ে স্থানীয় পর্যায়ে এক হাজারেরও বেশি উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মাঝে ১১.১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় দেশের ৪২টি জেলার ২৩৭টি উপজেলায় ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে পিকেএসএফ। প্রকল্পটি গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে শুরু হয়ে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়।